



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার প্রধান বাঁতাসমূহ

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

ওয়েবসাইটঃ www.ddm.gov.bd



প্রতিমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে যেমন চিহ্নিত, তেমনি দুর্যোগ মোকাবিলায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী দেশ হিসেবেও বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দেশের এই সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালাসমূহ, শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। প্রণীত হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫; যার আলোকে সরকার দুর্যোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য কাঠামোগত ও অকাঠামোগত নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি দক্ষ ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোও একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

এরই অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রণীত হলো দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন, ঝুঁকিহ্রাসে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনঃ পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ যা দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। উল্লিখিত বার্তাসমূহ দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় ওয়ার্ড পর্যায়ে থেকে শুরু করে ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন, জেলা, সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে সার্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা হলে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনাকে আরও যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে।

এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সেভ দ্য চিলড্রেন, কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন, ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনঃ পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ দুর্যোগ মোকাবিলার সকল ধাপে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এবং দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি



সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভৌগলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং জনসংখ্যার ঘনবসতির কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এসব দুর্যোগে প্রায় প্রতি বছর ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মানুষ বহুবার বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, এবং দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা টাঙ্কফোর্স গঠনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। টাঙ্কফোর্স এর দায়িত্ব হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গণসচেতনতা ও যোগাযোগমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতাতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নীতিমালার আলোকে ঝুঁকিহ্রাসের লক্ষ্যে যে সকল বার্তা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে চাহিদা ভিত্তিক সমন্বিত বার্তা প্রণয়ন করা আবশ্যিক। সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার জন্য বার্তাগুলো ব্যবহার উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই বার্তা প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সেভ দ্য চিলড্রেন, কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিশ্বাস করি, দুর্যোগ মোকাবিলায় পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত এ বার্তাসমূহ সহায়ক হিসেবে কাজ করবে এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করবে।

মো: কামরুল হাসান, এনডিসি



মহাপরিচালক (গ্রেড ১)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগকালে সঠিক সময়ে উপযুক্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত সহজবোধ্য বার্তা জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস সংক্রান্ত বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠে বিভিন্ন সূত্র হতে ভিন্ন ভিন্ন বার্তা প্রদান, যা অনেক সময় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। একারণে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সমন্বিত বার্তা প্রণয়ন সংক্রান্ত একটি উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজনীয় ছিলো। অন্যদিকে যেকোন দুর্যোগে পারিবারিক পর্যায়ে থেকেই প্রাথমিক আঘাত মোকাবিলার কাজটি শুরু হয় বলে দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে অভিন্ন সচেতনতার বার্তা প্রচারের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই বার্তা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক বার্তা প্রণয়নের জন্য ২০১৯ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের শুরু থেকেই বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় যার মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও সেভ দ্য চিলড্রেন ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ইউনিসেফ, সিপিপি, আইএফআরসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, গ্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, ক্রিশ্চিয়ান এইড, এ্যাকশন এইডের মত সংস্থাগুলো যুক্ত ছিল। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় যারা এই প্রক্রিয়ার সাথে শুরু থেকে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল এবং নিয়মিত বার্তাগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে যাচাই করতে সহযোগিতা করে। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন দুর্যোগের বার্তাগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষণ হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বার্তাগুলো পুনরায় সম্পাদিত হয়। প্রণীত এই বার্তাসমূহ দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস নিয়ে কাজ করে, এমন সকল সরকারি বেসরকারি সংস্থার জন্য ব্যবহার্য হবে। এই সমন্বিত সচেতনতার বার্তা প্রচারে ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা, সিটি করপোরেশন ও জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

২০১২ সালের সূচনালগ্ন থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমি আশা করছি দুর্যোগ বিষয়ে প্রণীত অন্যান্য প্রকাশনার ন্যায় দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন, ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ সকল ক্ষেত্রে অতিদ্রুত গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং উত্তরোত্তর এর ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো।

মোঃ আতিকুল হক

বার্তা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বিশ্বব্যাপী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি স্বীকৃত কার্যকর কৌশল হচ্ছে প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলায় জনগণের ক্ষমতায়ন। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা, সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৫-২০৩০) এর অগ্রাধিকার ১ এ জাতীয় পর্যায়ে সকল দেশকে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫এর উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে; (১) জ্ঞান, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও শিক্ষার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রস্তুতি, ঝুঁকিহ্রাস ও সহনশীলতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা এবং (২) স্থানীয় প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনের পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ প্রদান। উপরন্তু জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ২০২১-২০২৫ এর (৪.৩.৪) অনুচ্ছেদে আপদ ও সম্ভাব্য দুর্যোগ এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্যগুলো বোধগম্য এবং কার্যকর উপায়ে অবহিত করার বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯, এর অধ্যায় ৩.১.১৩ এ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা ট্রেনিং কমিটির এর দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গণসচেতনতা ও যোগাযোগমূলক কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান বিষয়টি অন্যতম। উপরোক্ত নীতিমালা সমূহের আলোকে বিবেচনা করে পারিবারিক পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম আরো জোরদার করতে বর্তমানে ব্যবহৃত বার্তাগুলোকে যুগোপযোগী পর্যালোচনা করে এই সমন্বিত বার্তা প্রণয়ন করা হয়েছে যা সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং গণমাধ্যমসমূহ প্রচার করবে এবং দুর্যোগ সহনশীল দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, যে কোনো দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় পরিবার। পরিবার থেকেই দুর্যোগের প্রাথমিক আঘাত মোকাবিলার কাজটিও শুরু হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের কোনো বিকল্প নেই। সে কারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক দায়দায়িত্বের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট পারিবারিক দায়দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ মোকাবিলায় পারিবারিক পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে অভিন্ন সচেতনতার বার্তা প্রচারের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন, প্রতিরোধ, ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সম্পর্কিত সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা, ২০১৫ এ উল্লিখিত আপদগুলোর নিরিখে সচেতনতার বার্তাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ প্রণয়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, সরকারি-বেসরকারি ও জাতিসংঘ সংস্থার দুর্যোগ বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততায় একটি কমিটি গঠন করা হয়। বার্তা প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে এই কমিটির সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের সুনির্দিষ্ট অভিমত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা প্রদান করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে, বার্তা প্রণয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা, কৌশল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, মডিউল ও তথ্য সম্বলিত শিক্ষা উপকরণ পর্যালোচনা করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খসড়া বার্তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য ও দুর্যোগ বিশেষজ্ঞগণ খসড়া তালিকাটি পর্যালোচনা করেন। কমিটির বিশেষজ্ঞগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট আপদের জন্য সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহও নির্বাচন করেন। সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো, জীবন-জীবিকার ঝুঁকি, বাসস্থানের ঝুঁকি, পানি-পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়কে বিশেষভাবে বিবেচনায় আনা হয়। উপরন্তু, প্রধান বার্তাসমূহের খসড়া বিভিন্ন আপদের ঝুঁকিতে থাকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে মতবিনিময়কালে তাদের অবহিত করা হয়। জনগোষ্ঠীর মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি, প্রশমন, ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন সম্পর্কিত সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

সচেতনতার বার্তা প্রচার কৌশল

দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে কার্যকর উপায়ে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনগোষ্ঠীর কাছে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মাধ্যমসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে:

- **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে প্রচার:** প্রাথমিক পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরবর্তীকালে কমিটির প্রশিক্ষিত সদস্যদের মাধ্যমে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ জনগোষ্ঠীর কাছে কার্যকর উপায়ে পৌঁছে দেয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত যে কোনো বেসরকারি সংস্থা এধরনের প্রচার অভিযান বাস্তবায়নের কাজটি করতে পারে। দুর্যোগপ্রবণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বার্তা প্রচার কাজে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সচেতনতার বার্তা প্রচারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মনিটরিং এর কাজটি করতে পারে।
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা:** স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের মাধ্যমে স্থানীয় আপদ ভিত্তিক সচেতনতার বার্তাসমূহ শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সমন্বিত এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ ধরনের যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসতে পারে।
- **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনা:** প্রশিক্ষিত ধর্মীয় নেতা যেমন ইমাম, পুরোহিত, ফাদার, ভাস্তেসহ অন্যান্য নেতাদের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর কাছে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ তুলে ধরা যেতে পারে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর সাথে সমন্বিতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
- **বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে প্রচার:** দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলগুলোতে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট আপদভিত্তিক সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে।
- **গণমাধ্যমে প্রচার:** তথ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং অন্যান্য গণমাধ্যম এর সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সুনির্দিষ্ট আপদের মৌসুমে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ অল্প সময়ে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।
- **অন্যান্য মাধ্যমে প্রচার:** সচেতনতার বার্তাসমূহ সমন্বিতভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে। বিশেষ করে, বড় শহরগুলোতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বিতভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ ধরনের সচেতনতার বার্তাসমূহ নগরবাসীদের কাছে তুলে ধরতে পারে।

শব্দার্থ

রেট্রোফিটিং (মজবুতকরণ)

ভূমিকম্প বা যে কোনো দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভবন কিংবা কোনো বিদ্যমান ভবন বা অবকাঠামো দুর্ঘটনা সহনশীল করার প্রকৌশলগত কারিগরি উপায়।

বিল্ডিং কোড

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত (গেজেট অনুযায়ী) বিল্ডিং কোড হচ্ছে একগুচ্ছ বিধি-বিধান যা মাটির ভূতাত্ত্বিক গঠন, ভবনের ধরন ও ব্যবহারের ধরন বিবেচনায় ভবনের নকশা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিল্ডিং কোড অনুসরণের ফলে ভবনের নিরাপদ অবস্থান, প্রকৌশলগত নকশা, গুণগত ও মানসম্মত নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার, তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি নিশ্চিত করা যায়।

দুর্ঘটনা সহনীয় ঘর

আপদের ক্ষতিকর প্রভাব সহ্য বা মোকাবিলায় সক্ষম ঘর।

কোয়ারেন্টাইন

কোয়ারেন্টাইন হচ্ছে যে ব্যক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মনে হয়, কিন্তু সে অসুস্থ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে, তাকে আলাদাভাবে রাখা হয়। কোনো ব্যক্তির মধ্যে হয়তো জীবাণু আছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়নি এমন ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়।

মনোসামাজিক সহায়তা

এটি এমন এক ধরনের সেবা যার দ্বারা মানুষ আত্মসচেতন হওয়ার মাধ্যমে নিজের আচরণ ও মনোভাবের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়।

ত্রাণ/মানবিক সহায়তা

ত্রাণ/মানবিক সহায়তা হচ্ছে সরকারি বা বেসরকারিভাবে কোনো দুর্ঘটনা মোকাবিলায় জনসাধারণকে প্রদেয় বা প্রদত্ত খাদ্য, কম্বল ও শীত বস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্ত্র, আশ্রয়, ওষুধ, নবজাতক ও শিশুদের জন্য অপরিহার্য দ্রব্যাদি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, অর্থ, জালানি, বীজ, কৃষি উপকরণ, গবাদিপশু, মাছের পোনা, টেউটিন বা গৃহনির্মাণ সামগ্রী এবং অন্য যেকোনো প্রকার সহায়তা।

ঢাল সুরক্ষা

কোনো অস্থিতিশীল পাহাড়ি এলাকার খাড়া অংশবিশেষ অথবা নদীর খাড়া পাড় ইত্যাদি ধস বা ভাঙন থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ।

প্রয়োজনীয় বিশেষ সেবা

বয়স, লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনায় কোনো ব্যক্তির জীবন-যাপনের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান। যেমন: দুগ্ধপোষ্য শিশুর খাদ্য, দুগ্ধদানকারী মায়ের জন্য বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী, প্রতিবন্ধী সহায়ক উপকরণ, বয়স্ক ব্যক্তির জন্য বিশেষ সহায়তা ইত্যাদি।

কংক্রিটের ছাউনি

ইট, বালু, সুরকি, রড ও সিমেন্টের তৈরি ছাউনি।

শব্দার্থ

নিরাপদ স্থানান্তর

দুর্যোগ জরুরি পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান থেকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়কেন্দ্রে বা কোন নিরাপদ স্থানে অস্থায়ীভাবে সরিয়ে আনা।

প্রতিবেশ ব্যবস্থা

পরিবেশের উপাদানসমূহে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের সংরক্ষণ ও বিকাশের সহায়তা এবং প্রভাবিত করে।

দাহ্য বস্তু

যে পদার্থ বা বস্তু জ্বলে তাই হলো দাহ্য বস্তু। অধিকাংশ দাহ্যবস্তু হলো কার্বন সমৃদ্ধ অর্গানিক এবং বিভিন্ন অনুপাতের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ।

বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ

বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ হচ্ছে ‘বিপদজনক বস্তু’ যা প্রাণীকুলের জীবনধারণ, সম্পদ ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। রাসায়নিক পদার্থের গঠন সাধারণত কঠিন, তরল বা বায়বীয় এই তিন ধরনের হয়ে থাকে। বিপদজনক রাসায়নিক পদার্থ এর মধ্যে রয়েছে তেজস্ক্রিয়, দাহ্য, বিস্ফোরক, জারক, অক্সিডাইজিং, শ্বাসরোধকারী, টক্সিক, সংক্রামক, মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী পদার্থ।

ভরা কটাল ও মরা কটাল

কটাল শব্দটি সাগর ও নদীর জলস্ফীতি তথা জোয়ার-ভাটার সাথে সম্পর্কিত। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় নদীর জলোচ্ছাস বা জোয়ারের আর এক নাম ভরা কটাল বা তেজ কটাল (কোটাল)। অন্যদিকে কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথীতে কম স্ফীত জোয়ার হলো মরা কটাল।

টেকটোনিক প্লেট

ভূত্বক প্রধানত সাতটি বড় ও কয়েকটি ক্ষুদ্র গতিশীল কঠিন প্লেট দ্বারা গঠিত, যেগুলো নিম্নস্থ ভ্রাম্যমান উষ্ণ গুরুমন্ডলীয় পদার্থের ওপর ভাসছে। তিন ধরনের পারস্পারিক প্লেট সীমানার কথা জানা যায় যথা: সমকেন্দ্রাভিমুখী সীমা, অপসারী সীমা ও পরিবর্তক চ্যুতিসীমা (ফল্ট লাইন)।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে পারিবারিক পর্যায়ে
সচেতনতার প্রধান বার্তাসমূহ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়: লবণাক্ততা	১৫
তৃতীয় অধ্যায়: অতি জোয়ার	১৭
চতুর্থ অধ্যায়: বন্যা	১৯
পঞ্চম অধ্যায়: আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল	২২
ষষ্ঠ অধ্যায়: নদী ভাঙন	২৫
সপ্তম অধ্যায়: খরা	২৪
অষ্টম অধ্যায়: শৈত্য প্রবাহ	২৭
নবম অধ্যায়: বজ্রপাত	৩১
দশম অধ্যায়: ভূমিকম্প	৩৩
একাদশ অধ্যায়: টর্নেডো ও কালবৈশাখী	৩৫
দ্বাদশ অধ্যায়: ভূমিকম্প	৩৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়: অগ্নিকান্ড	৪০
চতুর্দশ অধ্যায়: নগর জলাবদ্ধতা	৪৩
পঞ্চদশ অধ্যায়: মহামারি পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে করণীয়	৪৫
ষষ্ঠদশ অধ্যায়: সুনামি	৪৭

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সাগরে সৃষ্টি হওয়া একটি প্রাকৃতিক আপদ। ঘূর্ণিঝড় অল্প সময়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, সম্পদ এবং পরিবেশের ভয়ানক ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণত ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন যখন জলোচ্ছ্বাসসহ উপকূলে আঘাত করে তখন ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়প্রবণ দেশ। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৯টি জেলা ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। স্বাধীনতা পূর্ব ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে (ভোলা সাইক্লোন) প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ২৪ মে ১৯৮৫ সালের উড়িচর ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১১ হাজার এবং ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা ও তীব্রতা বেড়েছে। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডর-এর বাতাসের তীব্রতা ছিল ঘণ্টায় প্রায় ২৬০ কি. মি. যা অতীতে বাংলাদেশে আঘাত করা যে কোনো ঘূর্ণিঝড়ের চেয়ে অনেক বেশি। সিডর পরবর্তীকালে ২০২০ সালের ২০ মে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় আমফান সময়কাল পর্যন্ত বিগত এক দশকে প্রায় ১২টি ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত করেছে। কিন্তু সময়মত পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা সীমিত রাখা সম্ভব হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। বাস্তব এই প্রেক্ষাপটে, ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে পারিবারিক পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

১.১ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

- ১.১ এলাকায় আঘাত করা পূর্বের সবচেয়ে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের তীব্রতা ও জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতাকে বিবেচনায় এনে আগের চেয়ে ভিটা উঁচু ও মজবুত করে দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি বানাব এবং টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করব;
- ১.১.২ বৃষ্টির পানি ধরে রাখব ও সকল প্রয়োজনে ব্যবহার করব;
- ১.১.৩ ঘর থেকে একটু দূরে বাড়ির চারপাশে ঝড় সহনশীল গাছ (নারকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি) লাগাব এবং ঝুঁকিপূর্ণ গাছ ও গাছের ডালপালা কেটে ফেলব;
- ১.১.৪ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির আবাসস্থল আগের চেয়ে উঁচু ও মজবুত করব এবং দুর্যোগকালীন কথা বিবেচনা করে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রাখব;
- ১.১.৫ দুর্যোগকালীন কথা বিবেচনা করে শুকনো খাবারসহ খাদ্যশস্য (চাল, ডাল, চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি) মজুত রাখব, খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ঔষধপত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসাসামগ্রী ঘরে রাখব এবং নগদ টাকা সংরক্ষণ করব;
- ১.১.৬ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ আশ্রয়স্থান দেখে রাখব এবং সেখানে যাওয়ার পথ চিনে রাখব;
- ১.১.৭ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করব;
- ১.১.৮ এলাকার কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী পানিবাহিত ও চর্ম রোগ এবং তাপমাত্রাজনিত অসুস্থতায় করণীয় সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে সচেতন করব;

অধ্যায়-১: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস

- ১.১.৯ রেডিও-টেলিভিশনে এবং ১০৯০ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করে নিয়মিত আবহাওয়া বার্তা শোনার অভ্যাস করব;
- ১.১.১০ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির আপদকালীন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানব এবং সে অনুযায়ী পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণ করব;
- ১.১.১১ দুর্যোগকালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং চেয়ারম্যান ও মেম্বারসহ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য তাদের নাম ও ফোন নম্বর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করব;
- ১.১.১২ ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ও করণীয় সম্পর্কে জানব এবং এ বিষয়ে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তা নেব।

১.২ ঘূর্ণিঝড় চলাকালে করণীয় (সতর্ক সংকেত পাবার পর থেকে)

- ১.২.১ সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে যোগাযোগ রাখব এবং প্রচারিত সংকেত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেব;
- ১.২.২ রেডিও-টেলিভিশনে এবং ১০৯০ (টোল ফ্রি) নম্বরে ফোন করে ঘন ঘন আবহাওয়ার সংবাদ শুনব ও ঝড়ের হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবগত হবো এবং পরিবারের সবাইকে অবগত করব;
- ১.২.৩ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী, যেমন: নগদ অর্থ, অলংকার, ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ, টিকা কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা সনদ, ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণের কাগজ-পত্র, শিক্ষা সনদসহ অন্যান্য দলিল ও নথিপত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করব;
- ১.২.৪ শুকনো খাবার, যেমন: চিড়া, মুড়ি, গুড়, নারিকেল ইত্যাদি ও সুপেয় পানি সংরক্ষণ করব। ঝড়ের পরেও প্রয়োজন হতে পারে এমন জরুরি সামগ্রীগুলো মাটিতে পুঁতে, পুকুরে ডুবিয়ে অথবা শক্ত গাছের সাথে বেঁধে রাখব;
- ১.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও খেলনা সাথে নেব;
- ১.২.৬ নিচু জায়গায় স্থাপন করা টিউবওয়েল খুলে পাইপের মুখ পলিথিন দিয়ে বেঁধে দেব এবং টিউবওয়েলের উপরের অংশ নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করব;
- ১.২.৭ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি মুজিব কিল্লা/নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখব অথবা ওদের বাঁধন খুলে মুক্ত করে দেব;
- ১.২.৮ মহাবিপদ সংকেত (৩ পতাকা প্রদর্শিত হলে) পাওয়া মাত্র পরিবার-পরিজনসহ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে যাব; কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আশ্রয়কেন্দ্রে থাকব;
- ১.২.৯ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে যাওয়ার সময় শুকনো খাবার, সুপেয় পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, টর্চ, রেডিও, দিয়াশলাই ইত্যাদি সাথে নেব;
- ১.২.১০ নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব। প্রয়োজনে ১০৯, ৯৯৯ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে সহায়তা নেব ও সুরক্ষার চেষ্টা করব;
- ১.২.১১ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশনা মেনে চলব এবং প্রয়োজনীয় পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণ করব।

অধ্যায়-১: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

১.৩ ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয়

- ১.৩.১ পরিবারে নিখোঁজ ও আটকে পড়া সদস্যদের অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য সিপিপি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত সংস্থার উদ্ধারকারীদলকে তথ্য জানিয়ে সহায়তা করব;
- ১.৩.২ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ১.৩.৩ পরিবারে যদি নারী বিশেষ করে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মা এবং শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেব;
- ১.৩.৪ ক্ষয়ক্ষতি অনুযায়ী ঘর-বাড়ি, টিউবওয়েল ও পায়খানা মেরামত ও পরিষ্কার করব;
- ১.৩.৫ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;
- ১.৩.৬ গৃহস্থালি কাজে নারী-পুরুষ উভয়ে উভয়কে সহযোগিতা করব;
- ১.৩.৭ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ১.৩.৮ প্রয়োজনে মনোসামাজিক সহায়তা ও চিকিৎসা নেব এবং মনোসামাজিক সহায়তা দলকে সহযোগিতা করব।

লবণাক্ততা

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অন্যতম। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে - প্রতিবন্ধকতাজনিত কারণে নদীর স্বাভাবিক স্রোতধারা কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত পানির প্রবেশ ঘটিয়ে লোনা পানির মাছের চাষ এবং উজান থেকে মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়া। পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মানুষের জীবন ও জীবিকা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। লবণাক্ততার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন; দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির তীব্র সংকট এবং বাড়ছে পানিবাহিত রোগ ও পরিবেশগত বিপর্যয়। এ অবস্থায় পারিবারিক পর্যায়ে কার্যকর প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে লবণাক্ততাজনিত ঝুঁকি ও ক্ষতি কমানোর বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

২.১ লবণাক্ততা মৌসুমের আগে করণীয়

- ২.১.১ যে মাসগুলোতে লবণাক্ততার মাত্রা ও ঝুঁকি বেশি থাকে সে সম্পর্কে জানব এবং পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ২.১.২ এলাকার দায়িত্বে থাকা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শমতো লবণাক্তপানি সহনীয় ধান ও শস্যের আবাদ করব;
- ২.১.৩ এলাকার দায়িত্বে থাকা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে লবণাক্ত সহনশীল জাতের মাছ চাষ করব;
- ২.১.৪ বৃষ্টির পানি ধরে রাখব ও সকল প্রয়োজনে ব্যবহার করব;
- ২.১.৫ মৌসুমী বৃষ্টির পানি ধরে রাখব ও পান করব এবং অন্যদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করব;
- ২.১.৬ প্রয়োজন হলে পুকুর ও কূপের পানি বিশুদ্ধ করে পান ও ব্যবহার করব এবং এ ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহিত করব;
- ২.১.৭ প্রাণিসম্পদ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির পরিচর্যা করব;
- ২.১.৮ এলাকার কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী পানিবাহিত ও চর্মরোগ এবং লবণাক্ততাজনিত বিষক্রিয়ায় করণীয় সম্পর্কে জানব ও পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ২.১.৯ সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় কৃষিজ উৎপাদন এবং আয় রোজগারের নতুন উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বের করব।

২.২ লবণাক্ততা মৌসুমে করণীয়

- ২.২.১ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;

অধ্যায়-২: লবণাক্ততা

- ২.২.২ চর্মরোগ এড়াতে লবণাক্ত পানিতে গোসল করা থেকে বিরত থাকব এবং এ ব্যাপারে পরিবারের সবাইকে উৎসাহিত করব;
- ২.২.৩ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগিকে লবণাক্ত পানি পান করানো থেকে বিরত থাকব;
- ২.২.৪ এলাকায় কর্মরত সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ গ্রহণ করে পানিবাহিত রোগব্যাধি, চর্মরোগ ও লবণাক্ততা জনিত বিষয়ে চিকিৎসা নেব।

২.৩ লবণাক্ততা মৌসুমের পরে করণীয়

- ২.৩.১ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ২.৩.২ পরিবারে যদি শিশু, নারী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ ক্ষতি ও চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব;
- ২.৩.৩ লবণাক্ত সহনশীল শস্য ও বীজ সংরক্ষণ করব এবং জমির লবণাক্ততা কমানোর কৌশল সম্পর্কে জানব।

অতি জোয়ার

অধ্যায়-৩: অতি জোয়ারপ্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সাগরে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের নদীগুলোতে প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটা হয়। পৃথিবীর নিজস্ব গতি, চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা হয়ে থাকে। সাধারণত ভরা কটাল ও মরা কটাল অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার প্রভাবে সাগরে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি জোয়ার হয়। এছাড়াও বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত জোয়ারের সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-মধ্য উপকূলীয় জেলাগুলোতে অতি জোয়ার একটি নিয়মিত দুর্যোগে পরিণত হয়েছে। টানা বর্ষণের পানি, উপকূলীয় বেড়িবাঁধের দুর্বল অংশ দিয়ে (সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভাঙা বাঁধ) বা বাঁধ উপচে অতি জোয়ারের পানিতে লোকালয় প্লাবিত হতে পারে। ফলে উপকূলের নিম্নাঞ্চল, চরাঞ্চল এবং দ্বীপগুলোতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, কৃষি ও মৎস্য ঘের ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পারিবারিক পর্যায়ে কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১ অতি জোয়ার মৌসুমের আগে করণীয়

- ৩.১.১ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতায় জোয়ারের আশঙ্কা আছে এমন মাসগুলোতে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করব এবং পরিবারের সবাইকে সাবধান থাকতে বলব;
- ৩.১.২ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী যেমন: নগদ অর্থ, অলংকার, ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ, টিকা কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা সনদ, ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণের কাগজপত্র, শিক্ষা সনদসহ অন্যান্য দলিল ও নথিপত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করব;
- ৩.১.৩ স্বাভাবিক জোয়ারে পানির উচ্চতার সর্বোচ্চ স্তরের চেয়ে কমপক্ষে এক হাত উঁচু করে ঘরবাড়ি বানাব;
- ৩.১.৪ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির আবাসস্থল স্বাভাবিক জোয়ারের পানির উচ্চতার চেয়ে উঁচু করব;
- ৩.১.৫ অতি জোয়ারের পানিতে যেন ক্ষতি না হয় সেভাবে উঁচু করে টিউবওয়েল ও পায়খানা স্থাপন করব;
- ৩.১.৬ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে চাষাবাদের পরিকল্পনা করব এবং সে অনুযায়ী কৃষির ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নেব;
- ৩.১.৭ মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে মৎস্য চাষের পরিকল্পনা করব এবং সে অনুযায়ী মৎস্য চাষের ঝুঁকি কমাতে পদক্ষেপ নেব;
- ৩.১.৮ প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন ও পরিচর্যা করব;
- ৩.১.৯ পানিবাহিত ও চর্মরোগ প্রতিরোধে এলাকার কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ পরিবারের সবাই মেনে চলব।

৩.২ অতি জোয়ার মৌসুমে করণীয়

- ৩.২.১ নিয়মিত রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকা থেকে আগাম অতিরিক্ত জোয়ারের আশঙ্কা সম্পর্কে নিজে জানব ও পরিবারের সবাইকে জানাব;

অধ্যায়-৩: অতি জোয়ার

- ৩.২.২ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;
- ৩.২.৩ চর্মরোগ এড়াতে জোয়ারের পানিতে গোসল করা থেকে পরিবারের সবাই বিরত থাকব;
- ৩.২.৪ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগিকে জোয়ারের লবণাক্ত পানি খাওয়ানো থেকে বিরত থাকব ;
- ৩.২.৫ এলাকায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করে পানিবাহিত রোগব্যাধি ও চর্মরোগের চিকিৎসা করব;
- ৩.২.৬ কৃষি যন্ত্রপাতি ও বীজ উঁচুস্থানে সংরক্ষণ করব;
- ৩.২.৭ পরিবারে যদি নারী বিশেষ করে গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেব।

৩.৩ অতি জোয়ার মৌসুমের পরে করণীয়

- ৩.৩.১ ক্ষয়ক্ষতি অনুযায়ী ঘরবাড়ি, টিউবওয়েল ও পায়খানা মেরামত ও পরিষ্কার করব;
- ৩.৩.২ গৃহস্থালি কাজে নারী-পুরুষ উভয়ে উভয়কে সহযোগিতা করব;
- ৩.৩.৩ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ৩.৩.৪ পরিবারে যদি শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ ক্ষতি ও চাহিদাপূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;
- ৩.৩.৫ মানবিক ও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করব।

বন্যা

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ বন্যাপ্রবণ। উজান থেকে আসা বৃষ্টি ও নদীর পানি (প্রায় ৯৫ ভাগ পানি) ভাটির দেশ বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। নদীভরাট, দখল, উন্মুক্ত জলাশয় কমে যাওয়া, অপরিষ্কৃত নগরায়ণ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের জন্য বন্যা একটি নিয়মিত আপদ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকির মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের বন্যায় যথাক্রমে দেশের ৬১ ও ৬৮ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। ২০০০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দেশে বেশ কয়েকটি বড় মাত্রার বন্যার ঘটনা ঘটেছে। তন্মধ্যে ২০০৪, ২০০৭, ২০১৭ ও ২০২০ সালের বন্যা অন্যতম। সাধারণত বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাস) আমাদের দেশের নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পায় এবং বন্যার আশঙ্কা থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তনের ফলে এখন আষাঢ় মাসের আগেই বন্যা শুরু হয়ে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বন্যার আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং মধ্যাঞ্চলের জেলাগুলো বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তবে, প্রতিবছর নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হওয়ায় বন্যা ঝুঁকি-প্রবণ অঞ্চলের মানচিত্রের পরিধি দিন দিন আরও বিস্তৃত হচ্ছে। বন্যার মাত্রা ও তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে বন্যা মোকাবিলায় পারিবারিক পর্যায়ে প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.১ বন্যার আগে করণীয়

- ৪.১.১ এলাকায় ঘটে যাওয়া পূর্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার পানির উচ্চতাকে বিবেচনায় এনে ভিটা উঁচু ও মজবুত করে দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি বানাব এবং টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন করব;
- ৪.১.২ বসতভিটার ভাঙন প্রতিরোধে বাড়ির আশেপাশে বাঁশ, ঢোলকলমি, ধৈঞ্চা, কলাগাছসহ অন্যান্য গভীর শিকড়-যুক্ত গাছপালা বেশি করে লাগাব;
- ৪.১.৩ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির আবাসস্থল পূর্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার পানির উচ্চতাকে বিবেচনায় এনে উঁচু ও মজবুত করে বানাব বা মেরামত করব এবং গোখাদ্য মজুত করে রাখব;
- ৪.১.৪ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ আশ্রয়স্থান নির্ধারণ করে রাখব ও যাওয়ার পথ চিহ্নে রাখব;
- ৪.১.৫ বন্যাকালীন কথা বিবেচনা করে চাল, ডাল, আলু, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদি খাদ্যশস্য ও শুকনো খাবার মজুত রাখব এবং নগদ অর্থ সঞ্চয় করব;
- ৪.১.৬ আলগা চুলা/উঠানো চুলা, শুকনো জালানি, হ্যারিকেন, দিয়াশলাই ও জালানি তেল উঁচু স্থানে রাখব এবং রেডিও, ব্যাটারি, মোবাইল ফোন ও ফোনের চার্জার ইত্যাদি প্রস্তুত রাখব;
- ৪.১.৭ খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকারি, প্রয়োজনীয় ঔষধপথ্য এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-সামগ্রী ঘরে রাখব;
- ৪.১.৮ বন্যাকালীন সাপের উপদ্রব মোকাবিলায় সচেতন থাকব;
- ৪.১.৯ পুকুর ও খালের পাড় উঁচু করে বেঁধে প্রয়োজনে জাল দিয়ে ঘিরে মাছ চাষ করব;

অধ্যায়-৪: বন্যা

- ৪.১.১০ পরিবারের শিশুদের সঁতার শেখাব;
- ৪.১.১১ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ ব্যক্তি থাকে, তবে তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করব;
- ৪.১.১২ এলাকার দায়িত্বে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী পানিবাহিত ও চর্ম-রোগ এবং ঠান্ডাজনিত অসুস্থতায় করণীয় সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে সচেতন করব;
- ৪.১.১৩ স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সেবা-সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মীদের নাম ও টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখব।

৪.২ বন্যা চলাকালে করণীয়

- ৪.২.১ রেডিও-টেলিভিশন থেকে নিকটস্থ নদীর পানি বাড়ার হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে অবগত হব;
- ৪.২.২ টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিরাপদ স্থান থেকে পানি সংগ্রহ করব;
- ৪.২.৩ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;
- ৪.২.৪ বাড়ির পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে অস্থায়ী পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার করব;
- ৪.২.৫ সাপের উপদ্রব প্রতিরোধে কাঠ দিয়ে ঘরের দরজার নিচে বেড়া দিব;
- ৪.২.৬ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঘরের চালের নিচে পাটাতনে অথবা উঁচু মাচায় রাখার ব্যবস্থা করব;
- ৪.২.৭ চলাচলের জন্য নৌকা বা ভেলার ব্যবস্থা করব;
- ৪.২.৮ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উঁচু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেব;
- ৪.২.৯ বন্যায় যদি বাড়িঘর তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা ডুবে যায় তবে নিকট-আত্মীয় অথবা পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়িতে বা নিকটস্থ কোনো উঁচু স্থানে কিংবা কাছাকাছি আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেব;
- ৪.২.১০ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সবাই মিলে সহায়তা করব;
- ৪.২.১১ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে পরিবারের নারী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান ও নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ নেব;
- ৪.২.১২ নারী ও কিশোরীদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

অধ্যায়-৪: বন্যা

৪.৩ বন্যার পরে করণীয়

- ৪.৩.১ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ঘরবাড়ি পরিষ্কার করব এবং ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েল ও পায়খানা মেরামত করব;
- ৪.৩.২ শিশুদের উপযোগী খাবারসহ পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করব;
- ৪.৩.৩ পরিবারে গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;
- ৪.৩.৪ বসতভিটায় দ্রুত বর্ধনশীল শাক-সবজি চাষের উদ্যোগ নেব;
- ৪.৩.৫ টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগব্যাধি প্রতিরোধে এলাকায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ ও সেবা নেব;
- ৪.৩.৬ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ক্ষতিগ্রস্ত আবাসস্থল মেরামত করব ও গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির যত্নে প্রতিষেধক টিকা দেবো এবং খাবারের ব্যবস্থা করব;
- ৪.৩.৭ মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী পুকুর ও ডোবা সংস্কার করব এবং পুনরায় মাছ চাষ শুরু করব;
- ৪.৩.৮ সংরক্ষিত শস্যবীজ রোদে শুকিয়ে নেব;
- ৪.৩.৯ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ৪.৩.১০ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ৪.৩.১১ নারী ও কিশোরীদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল

নদীর পানি উপচে পড়ে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন-কার্তিক মাসে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অধিকাংশ এলাকাগুলো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। তবে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সমতল এলাকাতেও কোথাও কোথাও আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। আকস্মিক বন্যার মূল কারণ হলো স্থানীয় পর্যায়ে স্বল্পস্থায়ী ভারি বর্ষণ। এ ধরনের বর্ষণের ফলে অনেক সময় পাহাড় থেকে দ্রুত বিপুল বেগে ধেয়ে আসা পানি ফসল, সম্পদ ও জলমহলের ক্ষতি করে ও রাস্তাঘাট বিনষ্ট করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের আকস্মিক বন্যা সাধারণত বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব, উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলোতে বোরো ধানের প্রভৃতি ক্ষতি সাধন করে। ২০০২, ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৭ সালের আকস্মিক বন্যা বাংলাদেশের উত্তরপূর্ব হাওর অঞ্চলের বোরো ধান ও রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে আকস্মিক বন্যার মাত্রা ও তীব্রতা বেড়েছে। বাংলাদেশের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ জেলাগুলোর মধ্যে নওগাঁ, দিনাজপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং কক্সবাজার অন্যতম।

৫.১ আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢলের আগে করণীয়

- ৫.১.১ সহজেই তলিয়ে যায় এমন নিচু জায়গায় অথবা এলাকা রক্ষাবাঁধের বাইরে ঘরবাড়ি বানানো থেকে বিরত থাকব;
- ৫.১.২ এলাকায় ঘটে যাওয়া পূর্বের ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢলের পানির উচ্চতাকে বিবেচনায় এনে উঁচু ও মজবুত করে দুর্যোগ সহনশীল ঘরবাড়ি বানাব ও টিউবওয়েল ও পায়খানা স্থাপন করব;
- ৫.১.৩ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির আবাসস্থল আগের চেয়ে উঁচু ও মজবুত করে বানাব ও মেরামত করব এবং দুর্যোগকালীন কথা বিবেচনা করে গো-খাদ্য ও পোলট্রি-ফিড মজুত রাখব;
- ৫.১.৪ চাল, ডাল, আলু, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদি খাদ্যশস্য ও শুকনো খাবার মজুত রাখব এবং নগদ অর্থ সঞ্চয় করব;
- ৫.১.৫ বন্যার সময়ে সাপের উপদ্রব মোকাবিলায় সচেতন থাকব;
- ৫.১.৬ খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকিরি, প্রয়োজনীয় ঔষধপথ্য এবং প্রাথমিক চিকিৎসা-সামগ্রী ঘরে রাখব;
- ৫.১.৭ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ আশ্রয়স্থান খুঁজে রাখা ও যাওয়ার পথ চিনে রাখব;
- ৫.১.৮ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করব;
- ৫.১.৯ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মহড়ায় পরিবারের সবাই অংশগ্রহণ করব;
- ৫.১.১০ এলাকায় কর্মরত কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে আগাম জাতের ধান ও শস্যের আবাদ করব;
- ৫.১.১১ এলাকায় কর্মরত সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী পানিবাহিত ও চর্ম-রোগ এবং ঠান্ডাজনিত অসুস্থতায় করণীয় সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে সচেতন করব।

অধ্যায়-৫: আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল

৫.২ আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল চলাকালে করণীয়

- ৫.২.১ মোবাইল ফোনে টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বা রেডিও-টেলিভিশন থেকে আবহাওয়ার সংবাদ শুনে অথবা স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল এর আগাম সম্ভাবনা জানব;
- ৫.২.২ পার্শ্ববর্তী কোনো উঁচু এলাকায় ব্যাপক বৃষ্টিপাত হলে নিচু স্থানে বসবাসকারীদের আগাম সাবধান করব ও সতর্ক থাকব;
- ৫.২.৩ পাকা বা কাটার উপযোগী ফসল যত দ্রুত সম্ভব কেটে ঘরে তুলব;
- ৫.২.৪ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;
- ৫.২.৫ প্রচণ্ড বাতাসে ও ঢেউ-এ বিল বা হাওরে নৌকায় যাতায়াত ও মাছ ধরা থেকে বিরত থাকব এবং এ ব্যাপারে অন্যদেরও নিরুৎসাহিত করব;
- ৫.২.৬ বন্যায় যদি বাড়িঘর তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা ডুবে যায় তবে নিকটস্থ কোনো উঁচু স্থানে কিংবা কাছাকাছি আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেব;
- ৫.২.৭ পরিবারে যদি শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সবাই মিলে সহায়তা করব;
- ৫.২.৮ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি উঁচু নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেব;
- ৫.২.৯ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে পরিবারের নারী, কিশোরী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান ও নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ নেব;
- ৫.২.১০ একটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানগুলোতে শিশুদের বিনোদন ও পড়াশুনার জন্য সবাই মিলে ব্যবস্থা গ্রহণ করব;
- ৫.২.১১ নারী ও শিশুদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব।

৫.৩ আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢলের পরে করণীয়

- ৫.৩.১ ক্ষয়ক্ষতি অনুযায়ী ঘরবাড়ি, টিউবওয়েল ও পায়খানা মেরামত ও পরিষ্কার করব;
- ৫.৩.২ শিশুদের উপযোগী পুষ্টিকর খাবারসহ পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করব;
- ৫.৩.৩ পরিবারের গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ ক্ষতি ও চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;

অধ্যায়-৫: আকস্মিক বন্যা/পাহাড়ি ঢল

- ৫.৩.৪ দ্রুত বর্ধনশীল শাক-সবজি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করব এবং কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে স্বল্প সময়ে উৎপাদনযোগ্য ফসলের চাষ করব;
- ৫.৩.৫ টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগব্যাধি প্রতিরোধে এলাকায় কর্মরত সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ ও সেবা নেব;
- ৫.৩.৬ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ক্ষতিগ্রস্ত আবাসস্থান মেরামত করব, প্রতিষেধক টিকা দেবো ;
- ৫.৩.৭ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ৫.৩.৮ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব।

নদীভাঙন

সাধারণত নদীর তীর ভাঙাকেই নদীভাঙন বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদী বিশেষ করে বড় বড় নদীগুলো ভাঙনপ্রবণ। বিশেষত বর্ষা মৌসুমে নদী বেশি ভাঙে। বাংলাদেশে, সাধারণত বর্ষাকালে উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে নদীর পানি বেড়ে যায় এবং তা প্রচণ্ড গতিতে ভাটির দিকে ধাবিত হয়। এসময় পানির তীব্র স্রোতে সৃষ্টি হয় নদীভাঙন। এছাড়াও নদী এলাকায় কোনো কোনো স্থানে মাটির বৈশিষ্ট্য (নরম পলি মাটি ও বালুর স্তর) ও নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে নদীভাঙন তীব্র হয়ে থাকে। বড় নদীর ক্ষেত্রে নদীভাঙন প্রতিরোধ করা যায় না। একমাত্র স্থানান্তরিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। প্রতি বছর নদীভাঙনের কারণে ব্যাপক সংখ্যক অবকাঠামো বিশেষ করে ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। শত শত পরিবার সহায়-সম্বল হারিয়ে শহরাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে মানবের জীবন-যাপন করছে। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, অপরিষ্কৃত বীধ নির্মাণ, মাটির গঠন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের নদীভাঙনের তীব্রতা সম্প্রতি ব্যাপকভাবে বেড়ে গিয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেয়া তথ্যমতে, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার প্রায় ১,২০০ কিলোমিটার নদী-তীরবর্তী এলাকায় ভাঙন হয়ে থাকে। এতে কৃষি জমির এক বিরাট অংশ নদী গর্ভে তলিয়ে যায়। বাংলাদেশের প্রায় সকল নদী-অঞ্চলই কম-বেশি নদীভাঙনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

৬.১ নদীভাঙনের আগে করণীয়

- ৬.১.১ এলাকায় নদীভাঙনের গতি-প্রকৃতি ও তীব্রতা সম্পর্কে খৌজ-খবর রাখব;
- ৬.১.২ স্থানীয় জ্ঞানের আলোকে ও নদীভাঙনের তীব্রতাকে দেখে পরিবারের ঝুঁকির মাত্রাকে বুঝব;
- ৬.১.৩ নদীতে ভেঙে যাওয়া (সিকস্তি) ও জেগে ওঠা (পয়স্তি) জমি-সংক্রান্ত ভূমি-আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে নিজে জানব এবং পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ৬.১.৪ নদীভাঙন ঝুঁকি আছে এমন জায়গায় স্থায়ী পাকা কাঠামো বা ভবন নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকব;
- ৬.১.৫ নদীভাঙন কবল এলাকায় বসতবাড়ি এমনভাবে তৈরি করব যেন প্রয়োজনে নদীভাঙনের মাত্রা ও তীব্রতা বুঝে সহজেই বাড়ির অবকাঠামো খুলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া যায়;
- ৬.১.৬ ভাঙন রোধে নদীর পাড়ে ফলদ, বনজ ও মাটির ক্ষয়রোধী গাছ লাগাব;
- ৬.১.৭ জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবারের সবাইকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার জন্য আগে থেকে আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান ঠিক করে রাখব;
- ৬.১.৮ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদেরকে আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করব।

অধ্যায়-৬: নদীভাঙন

৬.২ নদীভাঙন চলাকালে করণীয়

- ৬.২.১ জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেব;
- ৬.২.২ পরিবারের শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেব;
- ৬.২.৩ নদীভাঙনের মাত্রা ও তীব্রতা বুঝে সহজেই বাড়ির অবকাঠামো খুলে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিব;
- ৬.২.৪ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেব;
- ৬.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানে পরিবারের নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান ও নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ নেব;
- ৬.২.৬ পরিবারের নারী, কিশোরী ও শিশুদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব;
- ৬.২.৭ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখব।

৬.৩ নদীভাঙনের পরে করণীয়

- ৬.৩.১ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ৬.৩.২ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ৬.৩.৩ পরিবারের গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;
- ৬.৩.৪ আবাসন সংক্রান্ত সরকারি বেসরকারি ও পুনর্বাসন সহযোগিতা নিয়ে নতুন বসতবাড়ি তৈরী করব;
- ৬.৩.৫ নারী ও কিশোরীদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

খরা

দীর্ঘ সময়ে শূষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া এবং অপরিষ্কৃত বৃষ্টিপাতের কারণে খরা অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ সময় খরাপীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে এবং খাল, বিল, পুকুর ও কুয়া শুকিয়ে যাওয়ায় সেচ ও সুপেয় পানির অভাব দেখা দেয়। নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়, মাঠের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে এবং গবাদি পশুর খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার কারণে দেশের উত্তর-পশ্চিম বরেন্দ্র অঞ্চলে খরার প্রাদুর্ভাব বেশি। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম (বরেন্দ্রভূমি) অঞ্চলে খরায় কৃষি ও গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বরেন্দ্রভূমি বলয়ের মধ্যে রয়েছে রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, রংপুর ও নীলফামারী এবং রাজশাহী বিভাগের পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলাসমূহ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বরেন্দ্রভূমি ছাড়াও কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরের উত্তরাঞ্চলসহ দেশের আরও অনেক স্থানে খরাজনিত ঝুঁকি বাড়ছে। খরায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে কৃষি উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য। এজন্য পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

৭.১ খরা মৌসুমের আগে করণীয়

- ৭.১.১ পানির অপচয় রোধে সজাগ থাকব;
- ৭.১.২ জলাধার তৈরির মাধ্যমে মৌসুমী পানি ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করব এবং বাড়িতে, পুকুরে ও কূপে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করব;
- ৭.১.৩ বাড়ির আনাচে-কানাচে দীর্ঘদিন পানি ধরে রাখতে সক্ষম অথবা খুব একটা পানির প্রয়োজন হয় না এমন ফলদ বৃক্ষ যেমন: কলা, পেঁপে, আতা, বেল ইত্যাদি রোপণ করব এবং সয়াবিন, বাদাম, তিল প্রভৃতি ফসল চাষাবাদ করব;
- ৭.১.৪ এলাকায় কর্মরত কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী খরা সহনশীল জাতের ধান ও শস্যের চাষাবাদ করব;
- ৭.১.৫ পানি সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত ছোট পুকুর, খাল বা ডোবায় মাছ চাষের উদ্যোগ নেব এবং এলাকার দায়িত্বে থাকা মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে তেলাপিয়া, রুই জাতীয় মাছের পোনা, শিং, মাগুর, কৈ এবং কার্পজাতীয় মাছ চাষ করব;
- ৭.১.৬ প্রাণিসম্পদ বিভাগের সহায়তায় গাভীপালন, গরু মোটাতাজাকরণ এবং গো-খাদ্য হিসেবে খরা সহনশীল ঘাস চাষ ও ভুট্টা উৎপাদন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানব;
- ৭.১.৭ এলাকায় কর্মরত সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী পানিশূন্যতা এবং তাপমাত্রাজনিত অসুস্থতায় করণীয় সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে সচেতন করব;

অধ্যায়-০৭: খরা

৭.২ খরা মৌসুমে করণীয়

- ৭.২.১ পত্রপত্রিকা বা রেডিও-টেলিভিশন থেকে খরার দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস সম্পর্কে জানাব;
- ৭.২.২ কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী কৃষিকাজে খরাজনিত ঝুঁকিহ্রাসে কার্যকর ব্যবস্থা নেব;
- ৭.২.৩ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;
- ৭.২.৪ সবজি চাষে মাটির আর্দ্রতা রোধে মাটির উপর খড় বিছিয়ে দেব;
- ৭.২.৫ হিট স্ট্রোক, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগব্যাধি প্রতিরোধে সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ ও সেবা নেব;
- ৭.২.৬ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির যত্নে প্রতিষেধক টিক ও খাবারের ব্যবস্থা করব;
- ৭.২.৭ পরিবারের নারী, কিশোরী, শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেব;
- ৭.২.৮ অতিরিক্ত তাপমাত্রায় চলাফেরা কম করব, প্রয়োজনে ছাতা ব্যবহার করব এবং পর্যাপ্ত পানি পান করব;
- ৭.২.৯ পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর, কুয়া বা ছোট জলাধারে মাচা দিয়ে ঢেকে দিব।

৭.৩ খরা মৌসুমের পরে করণীয়

- ৭.২.১ কৃষিজ ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ৭.২.২ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ৭.২.৩ পরিবারের গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ ক্ষতি ও চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;
- ৭.২.৪ কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে খরা সহনশীল জাতের ধান ও শস্য এবং দ্রুতবর্ধনশীল শাক-সবজি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করব।

শৈত্যপ্রবাহ

বাংলাদেশের ওপর দিয়ে উত্তরের শুল্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহের ফলে শীতকালে তাপমাত্রা কখনো কখনো অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কোনো স্থানে বাতাসের তাপমাত্রা দ্রুততার সঙ্গে নেমে গিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হলে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে বলা হয়। শৈত্যপ্রবাহের ফলে কুয়াশার প্রকোপও বেড়ে যায়, জমির শস্য নষ্ট হয় এবং ফসলের নতুন চারা মরে যায়। বোরো ধান ও অন্যান্য শস্যের বীজতলা অধিক ঠান্ডায় নষ্ট হয়ে যায়, যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়, ঠান্ডাজনিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়, এমনকি অতিরিক্ত ঠান্ডায় প্রাণহানিও ঘটে। এছাড়া খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিক্সা চালক, বা কৃষি শ্রমিকদের কাজ কমে যাওয়ায় আয়-রোজগার ব্যাহত হয়। শৈত্যপ্রবাহের প্রভাবে সবচাইতে ঝুঁকিতে থাকে হতদরিদ্র পরিবার ও ভাসমান ছিন্নমূল জনগোষ্ঠী, শিশু এবং বয়স্ক মানুষ। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো শৈত্যপ্রবাহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও শৈত্যপ্রবাহের ঝুঁকি বাড়ছে। এজন্য শৈত্যপ্রবাহজনিত ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে পারিবারিক প্রস্তুতির প্রয়োজন অপরিহার্য।

৮.১ শৈত্যপ্রবাহের আগে করণীয়

- ৮.১.১ শীতের পূর্বে ঘরবাড়ি মেরামত করব এবং বায়ু প্রবেশের পথগুলো ঢেকে দিব;
- ৮.১.২ মোটা কাপড়, কম্বল, কাঁথা ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখব;
- ৮.১.৩ পরিবারে যদি শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ সদস্য থাকে তবে তাদের জন্য শৈত্যপ্রবাহের ঝুঁকি কমাতে পরিবারের সবাই মিলে আগাম পরিকল্পনা করব;
- ৮.১.৪ এলাকায় কর্মরত কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তায় অতিরিক্ত শীত ও কুয়াশায় ফসলের ক্ষতি কমাতে করণীয় সম্পর্কে জানব;
- ৮.১.৫ গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির আবাসস্থল মেরামত করব এবং প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি পালন ও শীতকালীন পরিচর্যায় পরিবারের সবাই প্রস্তুতি নিব;
- ৮.১.৬ এলাকায় কর্মরত সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় ঠান্ডাজনিত অসুস্থতায় করণীয় সম্পর্কে জানব এবং পরিবারের সবাইকে সচেতন করব।

৮.২ শৈত্যপ্রবাহ চলাকালে করণীয়

- ৮.২.১ মোবাইল ফোনে টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বা রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা থেকে শৈত্যপ্রবাহের দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাস সম্পর্কে জানব ও পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ৮.২.২ শীতের কাপড় পরিধান করব এবং ঘুমানোর সময় কাঁথা-কম্বল ব্যবহার করব;
- ৮.২.৩ পরিবারের শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক ও শ্বাসকষ্টের রোগীদের প্রতি যত্নশীল হব;

অধ্যায়-৮: শৈত্যপ্রবাহ

- ৮.২.৪ ডায়রিয়া প্রতিরোধে হাতের কাছে খাওয়ার স্যালাইন রাখব;
- ৮.২.৫ দেহের রোগ প্রতিরোধ ও তাপধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গর্ভবতী, শিশু, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিদের পুষ্টিকর খাবার দেবো;
- ৮.২.৬ সংস্কারবশতঃ জন্মের পর মা ও নবজাতক শিশুকে গোসল করানো থেকে বিরত থাকব এবং এ ব্যাপারে পরিবারের অন্যদের সচেতন করব;
- ৮.২.৭ চর্মরোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখব এবং ভিটামিন 'বি' সমৃদ্ধ খাবার ও শাক সবজি গ্রহণ করব;
- ৮.২.৮ মৎস্যচাষে ঝুঁকি কমাতে পুকুরে চুন প্রয়োগ করে পুকুরের পানির উষ্ণতা বাড়াব;
- ৮.২.৯ হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর ঘর চট দিয়ে ঢেকে রাখব এবং গবাদি পশুকে মোটা চটে ঢেকে রাখব ও অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করব;
- ৮.২.১০ ফসল ও সবজির ক্ষতি কমাতে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ নেব;
- ৮.২.১১ মাটির তাপধারণ ক্ষমতাকে বাড়াতে প্রয়োজনে জমিতে নিয়ম অনুযায়ী জৈব সার ব্যবহার করব;
- ৮.২.১২ মাটির তাপমাত্রা রক্ষায় বীজতলা কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেব;
- ৮.২.১৩ ভ্রমণ ও যাতায়াতে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করব;
- ৮.২.১৪ অগ্নি-দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকব।

৮.৩ শৈত্যপ্রবাহের পরে করণীয়

- ৮.৩.১ ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ৮.৩.২ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ৮.৩.৩ পরিবারের গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;
- ৮.৩.৪ কৃষিজ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব;
- ৮.৩.৫ পরবর্তী শৈত্যপ্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করব।

বজ্রপাত

বজ্রপাত বলতে আকাশে মেঘের ঘর্ষণজনিত বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানিকে বুঝায়। এই সময় বাতাসের প্রসারণ এবং সংকোচনের ফলে আমরা বিকট শব্দ শুনতে পাই। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, গত কয়েক বছর ধরে বজ্রপাতের পরিমাণ বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৪০টি বজ্রপাতের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বজ্রপাত বাড়ার পেছনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির দায় সর্বাধিক। তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। বছরের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত দেশে তাপমাত্রা স্বাভাবিক গড় তাপমাত্রার চেয়ে বেশি থাকে। এ কারণে এ সময়টাতেই বজ্রপাতের ঘটনা বেশি ঘটে থাকে। তবে, উঁচু গাছ নিধন ও অতিরিক্ত মোবাইল টাওয়ারও বজ্রপাত বেড়ে যাওয়ার উল্লেখযোগ্য কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাংলাদেশে খোলা জায়গায় যেমনঃ ক্ষেত বা নদীতে যারা কাজ করেন, বজ্রপাতে তাদেরই আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৯.১ বজ্রপাতের আগে করণীয়

- ৯.১.১ গ্রীষ্মকালীন কালবৈশাখীর সাথে এবং বর্ষা মৌসুমে বজ্রপাতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, এ সময়ে বিশেষ করে বিকেলবেলায় খোলা স্থান পরিহার করব;
- ৯.১.২ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে বাড়িতে বজ্র নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করব;
- ৯.১.৩ বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য বাড়ির পাশে, মাঠে এবং রাস্তার দু'পাশে ঘন ঘন তাল ও অন্যান্য উঁচু গাছ লাগাব;
- ৯.১.৪ কালবৈশাখী মৌসুমে মোবাইল ফোনে টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বা রেডিও-টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকা থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার খবর শুনব এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানব এবং পরিবারের অন্যদের জানাব;
- ৯.১.৫ ঘনকালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকব এবং খোলা জায়গা, খোলা মাঠ, ফসলের ক্ষেত, নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকব;
- ৯.১.৬ গবাদি পশুকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসব।

৯.২ বজ্রপাত চলাকালে করণীয়

- ৯.২.১ যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনি বা অপেক্ষাকৃত মজবুত কোনো ঘরে আশ্রয় নেব;
- ৯.২.২ নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে টিনের চালা বা উঁচু গাছপালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলব;
- ৯.২.৩ খোলা স্থানে থাকলে পায়ের সামনের দিকে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকব, চোখ বন্ধ রাখব এবং দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরব;
- ৯.২.৪ বারান্দা ও খোলা জানালার কাছাকাছি না থেকে জানালা বন্ধ করে দেবো;

অধ্যায়-৯: বজ্রপাত

- ৯.২.৫ মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকব অথবা সম্ভব হলে বন্ধ করে রাখব;
- ৯.২.৬ গাড়িতে থাকলে গাড়ির জানালা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেবো এবং সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেব;
- ৯.২.৭ পরিবারের অনেকজন খোলা স্থানে একসাথে থাকলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যাব;
- ৯.২.৮ বজ্রপাত বন্ধ হবার পরও আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকব।

৯.৩ বজ্রপাত চলাকালে বর্জনীয়

- ৯.৩.১ উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক বা টেলিফোনের খুঁটি ও তার, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদির কাছাকাছি থাকব না;
- ৯.৩.২ জলাশয়, পুকুর, খোলা জায়গা এবং উঁচু স্থানে অবস্থান করব না;
- ৯.৩.৩ রাস্তায় চলাচলের সময় লোহার হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করব না;
- ৯.৩.৪ সাইকেলে চলাচল, সাঁতার কাটা এবং মাছ ধরা থেকে বিরত থাকব;
- ৯.৩.৫ বাড়ির টিউবওয়েল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, জানালার গ্রিল, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করব না।

৯.৪ বজ্রপাতের পরে করণীয়

- ৯.৪.১ বজ্রপাতে পরিবারের কোনো সদস্য আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পদক্ষেপ নেব এবং যত দ্রুত সম্ভব তাকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করব;
- ৯.৪.২ পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি আহত বা নিহত হয় তবে মানবিক, পুনর্বাসন ও মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ৯.৪.৩ ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবহিত করব।

ভূমিধস

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে ভূমিধসের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিধসের অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে- মাটির দুর্বল গঠন, অতি বৃষ্টিপাত, পাহাড় কাটা, পাহাড়ে চাষাবাদ, অপরিষ্কৃত অবকাঠামো নির্মাণ, সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে অবৈধভাবে পাহাড়ি অঞ্চলে বসতি স্থাপন, বৃক্ষ নিধন এবং পাহাড়ী অঞ্চলে ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমের পর উন্নত প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ব্যবহার করে পাহাড়ের স্লোপ প্রোটেকশন (ঢাল সুরক্ষা) না করা। বাংলাদেশে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পাহাড় সন্নিবেশিত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি; উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় ভূমিধসের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ভূমিধসের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিধসের ঘটনাগুলোর মধ্যে জুন ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম, পার্বত্য-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ভূমিধসের ঘটনা অন্যতম। ২০০৭ ও ২০১৭ সালের ভূমিধসে যথাক্রমে প্রায় ১২৭ ও ১৪০ জন মানুষ প্রাণ হারায়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, যথাযথ ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনার অভাব, পাহাড়ী ভূমির যথেষ্ট ব্যবহার ও বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তনের কারণে দেশে ভূমিধসের ঝুঁকি ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। এমতাবস্থায় ভূমিধসের ক্ষয়ক্ষতি রোধে পারিবারিক প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন।

১০.১ ভূমিধস মৌসুমের আগে করণীয়

- ১০.১.১ সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে অথবা পাহাড়ি এলাকায় বসবাস এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকব;
- ১০.১.২ অবৈধভাবে পাহাড় থেকে মাটি কাটা ও পাথর সংগ্রহ করা এবং পাহাড়ি বন, গাছপালা ও সবুজ আচ্ছাদন ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকব;
- ১০.১.৩ জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান খুঁজে রাখব;
- ১০.১.৪ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিবারের সবাই মিলে আগাম পরিকল্পনা করব;
- ১০.১.৫ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মহড়ায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণ করব;
- ১০.১.৬ সেবাদানকারী বিভিন্ন সংস্থার (যেমন: সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, হাসপাতাল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি) এদের ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখব।

১০.২ ভূমিধস মৌসুমে করণীয়

- ১০.২.১ ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বা রেডিও-টেলিভিশন থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানব এবং পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ১০.২.২ অতিবৃষ্টির আগাম সংবাদ পাওয়ামাত্র পাহাড়ের কাছাকাছি না থেকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে/ নিরাপদ আশ্রয়স্থানে আশ্রয় নেব;

অধ্যায়-১০: ভূমিধস

- ১০.২.৩ যদি ভূমিধসের আশঙ্কা থাকে অথবা ঘটে তবে পরিবারের শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরিয়ে নিতে সহায়তা করব;
- ১০.২.৪ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে যাওয়ার সময় শুকনো খাবার, পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ পথ্য ইত্যাদি সাথে নেব;
- ১০.২.৫ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী যেমন: নগদ অর্থ, অলংকার, ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ, টিকা কার্ড, শিক্ষা সনদসহ অন্যান্য দলিল ও নথিপত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করব;
- ১০.২.৬ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে পরিবারের নারী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ও নিরাপত্তায় কার্যকর পদক্ষেপ নেব;
- ১০.২.৭ প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করব।

১০.৩ ভূমিধসের পরে করণীয়

- ১০.৩.১ ক্ষয়ক্ষতি হলে ও পরিবারের কোনো সদস্য নিখোঁজ থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করব এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে উদ্ধারকারী দলকে ঠিক তথ্য জানিয়ে সহায়তা করব;
- ১০.৩.২ পরিবারের আহত সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করব এবং প্রয়োজনে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করব;
- ১০.৩.৩ পরিবারের গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় বিশেষ সেবা প্রদান ও নিরাপত্তায় পদক্ষেপ নেব;
- ১০.৩.৪ ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী ও শিশুদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব;
- ১০.৩.৫ সরকারি-বেসরকারি সহায়তায় নিয়ম মেনে ঘরবাড়ি মেরামত, সংস্কার বা নির্মাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

টর্নেডো ও কালবৈশাখী

টর্নেডো ও কালবৈশাখী এই দুটি আপদের বৈশিষ্ট্য অনেকটা একই রকম হলেও টর্নেডোর বাতাসের গতি ও ধ্বংস করার ক্ষমতা কালবৈশাখীর চেয়ে অনেক বেশি। টর্নেডো হচ্ছে স্থলভাগে সৃষ্টি হওয়া প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাতাস বা ঝড়। সাধারণত প্রচণ্ড গরমে বায়ুশূন্যতা দেখা দিলে টর্নেডো সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। টর্নেডোর কোনো পূর্বাভাস নেই। কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্থলভাগে আকস্মিকভাবে টর্নেডো সৃষ্টি হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকায় জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ১৯৮৯ সালের ২৬ আগস্ট টর্নেডোর আঘাতে মানিকগঞ্জ জেলার প্রায় ২২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঐ টর্নেডোতে অন্তত ১ হাজার ৩০০ মানুষের মৃত্যু হয়, আহত হয় ১২ হাজার, ঘরবাড়ি হারায় আরও ৮০ হাজার মানুষ। এছাড়াও দেশে ঘটে যাওয়া টর্নেডোগুলোর মধ্যে ২১ মার্চ ২০০৫ সালে গাইবান্ধা ও ২২ মার্চ ২০১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া টর্নেডো অন্যতম। পক্ষান্তরে, কালবৈশাখী একটি স্থানীয় পর্যায়ের বজ্রঝড়। অনেক সময় এই ঝড় মারাত্মক রূপ ধারণ করে। কালবৈশাখী ঝড়ে বায়ুর গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কি. মি. কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ কি. মি. এর বেশি হতে পারে। সাধারণ ঝড়ের সঙ্গে এই ঝড়ের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এ ঝড়ের সঙ্গে সবসময় বিদ্যুৎ চমকায় ও বজ্রপাত হয়। কালবৈশাখীর সঙ্গে কখনো কখনো শিলাবৃষ্টি হয়ে থাকে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এ ঝড় হলেও বৈশাখ মাসে এ ঝড় অধিক হয় বলে এ ঝড় কালবৈশাখী নামে পরিচিত। কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হওয়ার কারণে আম ও মাঠ শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং পশু-পাখির প্রাণহানিও ঘটে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে শুধু চৈত্র ও বৈশাখ মাসেই নয় বরং বছরের যে কোনো সময় কালবৈশাখী ঝড় ও টর্নেডো হতে পারে। তাই পারিবারিক প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে টর্নেডো ও কালবৈশাখীর ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

১১.১ টর্নেডো ও কালবৈশাখী মৌসুমের আগে করণীয়

- ১১.১.১ ঘরে শক্ত খুঁটি লাগাব এবং বেড়ায় ও চালে টানা বাঁধন দেবো;
- ১১.১.২ যতটা সম্ভব টিন জাতীয় উপকরণ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকব;
- ১১.১.৩ বাড়ির চারপাশে দূরত্ব বজায় রেখে ঘন করে ঝড় সহনশীল শক্ত জাতের গাছ লাগাব যেমন: তাল, নারিকেল ও খেজুর ইত্যাদি;
- ১১.১.৪ ঘরের কাছাকাছি গাছপালার ডাল কেটে-ছেঁটে বাড়িকে ঝুঁকিমুক্ত রাখব;
- ১১.১.৫ পরিবারে যদি শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিবারের সবাই মিলে আগাম পরিকল্পনা করব;
- ১১.১.৬ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মহড়ায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণ করব;
- ১১.১.৭ সেবাদানকারী বিভিন্ন সংস্থা (যেমন: সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদ/হাসপাতাল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি) ফোন নম্বর সংগ্রহ করে হাতের কাছে রাখব।

অধ্যায়-১১: টর্নেডো ও কালবৈশাখী

১১.২ টর্নেডো ও কালবৈশাখী মৌসুমে করণীয়

- ১১.২.১ মোবাইল ফোনে ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বা রেডিও-টেলিভিশন থেকে টর্নেডো ও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা সম্পর্কে জানব এবং জনগোষ্ঠীকে জানাব;
- ১১.২.২ নদীপথে যাতায়াতে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করব;
- ১১.২.৩ ঝড় শুরু হওয়ামাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ করে দেবো;
- ১১.২.৪ খোলা স্থানে থাকলে দ্রুত নিকটবর্তী মজবুত নিরাপদ ভবনে আশ্রয় নেব, আশেপাশে নিরাপদ আশ্রয় না থাকলে অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে শুয়ে পড়ব;
- ১১.২.৫ উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক ও টেলিফোনের খুঁটি ও তার, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকব;

১১.৩ টর্নেডো ও কালবৈশাখীর পরে করণীয়

- ১১.৩.১ পরিবারের নিখোঁজ ও আটকে পড়া সদস্যদের অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দলকে তথ্য জানিয়ে সহায়তা করব;
- ১১.৩.২ পরিবারের আহত সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করব;
- ১১.২.৩ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করব;
- ১১.২.৪ ঝড়ে ঘর-বাড়ি যদি আংশিক বা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় তবে অস্থায়ীভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করব;
- ১১.৩.৫ পরিবারে যদি নারী বিশেষ করে গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেব;
- ১১.২.৬ ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ১১.৩.৬ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব।

ভূমিকম্প

ভূমিকম্প একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক আপদ যা ঘটলে ব্যাপক জীবনহানি, ভবন ধস ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। পূর্বাভাস ছাড়াই যে কোনো সময় ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেতে পারে। ভৌগলিক অবস্থানগতভাবে বাংলাদেশ দু'টি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটের সীমানায় অবস্থিত। ফলে বাংলাদেশ সবসময় যে কোনো মাত্রার ভূমিকম্প ঝুঁকির সম্মুখীন। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পটি ঘটে ১৮৯৭ সালের ১২ জুন। ৮.১ মাত্রার এই ভূমিকম্পটি গ্রেট ইন্ডিয়ান ভূমিকম্প নামে পরিচিত। গত প্রায় ২ দশকে বাংলাদেশে অনেকগুলো মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে। ভূমিকম্পে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির অন্যতম কারণ অপরিষ্কৃত নগরায়ণ ও বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মিত দালানকোঠা। দ্রুত নগরায়ণের সাথে সাথে নগরায়ণগুলোতে ভূমিকম্পে জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকম্প পরবর্তী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকে, যার অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিরাপদ গ্যাস এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ। ভূমিকম্পে ঝুঁকি ও ক্ষতির মাত্রা বিবেচনায় বাংলাদেশকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জোন হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু স্থান যেমন: সিলেট, রাঙামাটি, বান্দরবান, কক্সবাজার উল্লেখযোগ্য। রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ এবং দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সর্বাপেক্ষা কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু ভূমিকম্প আকস্মিকভাবে ঘটে এবং ব্যাপক জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করে তাই ভূমিকম্পে ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে পারিবারিক পর্যায়ে প্রস্তুতি অপরিহার্য।

১২.১ ভূমিকম্পের আগে করণীয়

- ১২.১.১ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ভবন নির্মাণের আগে ঐ অঞ্চলের মাটির (ভূ-তাত্ত্বিক) গঠন সম্পর্কে জানব;
- ১২.১.২ বিল্ডিং কোড মেনে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শ অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করব;
- ১২.১.৩ জরুরি বহির্গমনের বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে ভবনে একাধিক দরজা ও সিঁড়ি রাখব;
- ১২.১.৪ ভবন যদি পুরনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তবে অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর পরামর্শে তা সংস্কার অথবা রেন্ট্রোফিটিং (মজবুতকরণ) এর উদ্যোগ গ্রহণ করব;
- ১২.১.৫ বাড়ি ভাড়া নেয়ার সময় ঝুঁকি ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখব;
- ১২.১.৬ বাড়িতে অগ্নি-নির্বাণন যন্ত্র, ব্যাটারিচালিত রেডিও, টর্চলাইট, বাঁশি, হেলমেট, ধূলি প্রতিরোধকারী মাস্ক এবং প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম রাখব এবং এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে পরিবারের সবাইকে শিখিয়ে রাখব;
- ১২.১.৭ আলমারি বা ঘরের উপরের তাকে ভারি জিনিসপত্র না রেখে সেগুলো মেঝের কাছাকাছি নিচু স্থানে রাখব;
- ১২.১.৮ দাহ্য পদার্থ, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি নিরাপদ স্থানে রাখব;
- ১২.১.৯ আসবাবপত্র ও বাড়ি সাজানোর উপকরণ স্থায়ীভাবে দেয়ালের সাথে মজবুত করে আটকে দেবো;
- ১২.১.১০ ভূমিকম্পের সময় আশ্রয় নেয়ার জন্য ঘরের নিরাপদ স্থানসমূহ চিহ্নিত করব এবং পরিবারের সবাইকে অবহিত করব;

অধ্যায়-১২: ভূমিকম্প

- ১২.১.১১ ভূমিকম্পের সময় আশ্রয় নেয়ার জন্য ভবনের কাছে নিরাপদ, খোলা ও ফাঁকা জায়গা চিনে রাখব;
- ১২.১.১২ জরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন বন্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানব ও পরিবারের সবাইকে শিখিয়ে রাখব;
- ১২.১.১৩ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিবারের সবাই মিলে আগাম পরিকল্পনা করব;
- ১২.১.১৪ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত মহড়ায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে অংশগ্রহণ করব;
- ১২.১.১৫ সেবাদানকারী বিভিন্ন সংস্থার (যেমন: সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা/উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি) ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখব।

১২.২ ভূমিকম্প চলাকালে করণীয়

- ১২.২.১ ভয় না পেয়ে নিজেকে শান্ত রাখব;
- ১২.২.২ দ্রুত বৈদ্যুতিক ও গ্যাস সুইচ বন্ধ করে দেবো;
- ১২.২.৩ সম্ভব হলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেব;
- ১২.২.৪ বাড়ির বাইরে থাকলে ঘরে ঢুকব না;
- ১২.২.৫ বহুতল দালানের ভিতরে থাকলে ঘরের চিহ্নিত নিরাপদ স্থান বা মজবুত টেবিল বা খাটের নিচে আশ্রয় নেব;
- ১২.২.৬ কাঁচের জানালা থেকে দূরে থাকব, প্রয়োজনে ঘরের কোণে বা পিলারের গোড়ায় আশ্রয় নেব;
- ১২.২.৭ উঁচু বাড়ির কাছাকাছি থাকলে বাড়ির কার্নিস, রেলিং, ব্যালকনি ও খোলা সিঁড়ি ইত্যাদি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকব;
- ১২.২.৮ কম্পন বা ঝাঁকুনি থামলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে খোলা স্থানে আসব;
- ১২.২.৯ গাড়িতে থাকলে গাড়ি না চালিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে রাস্তার পাশে অবস্থান করব;

১২.৩ ভূমিকম্প চলাকালে বর্জনীয়

- ১২.৩.১ আতঙ্কিত হয়ে ছোট্টাছুটি করব না;
- ১২.৩.২ মূল্যবান সামগ্রী সাথে নিয়ে বাইরে যাব না;
- ১২.৩.৩ বাড়ির ভারী আসবাবপত্রের কাছাকাছি থাকব না;

অধ্যায়-১২: ভূমিকম্প

- ১২.৩.৪ ঘরের বাইরে থাকলে দালান, বড় গাছ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি, তার ও গ্যাস লাইনের কাছাকাছি থাকব না;
- ১২.৩.৫ উঁচু দালানের বারান্দা, জানালা অথবা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নামার চেষ্টা করব না;
- ১২.৩.৬ লিফট ও চলন্ত সিঁড়ি ব্যবহার করব না;
- ১২.৩.৭ উঁচু দালানের পার্শ্ববর্তী জায়গায় আশ্রয় নেব না;
- ১২.৩.৮ ঘরে বা বাইরে বুলন্ত কোনো বস্তুর নিচে (যেমন: ঝাড়বাতি) থাকব না;
- ১২.৩.৯ কোনো প্রকার আগুন জালানোর চেষ্টা করব না;
- ১২.৩.১০ ভুল তথ্য বা গুজব ছড়াব না।

১২.৪ ভূমিকম্পের পরে করণীয়

- ১২.৪.১ ঋৎসম্মুপে আটকা পড়ে থাকলে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলকে নিজের অবস্থান সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব ;
- ১২.৪.২ পরিবারের সদস্য ও পাড়া প্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নেব;
- ১২.৪.৩ জরুরি সেবা বিভাগসমূহ (যেমন: ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় থানা, হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি) এর সাথে দ্রুত যোগাযোগ করব;
- ১২.৪.৪ পরিবারের নিখোঁজ ও আটকে পড়া সদস্যদের অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য উদ্ধারকারী দলকে তথ্য জানিয়ে সহায়তা করব;
- ১২.৪.৫ পরিবারের আহত সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করব এবং প্রয়োজনে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করব;
- ১২.৪.৬ পরিবারে যদি নারী বিশেষ করে গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেব;
- ১২.৪.৭ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ১২.৪.৮ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ১২.৪.৯ ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী, শিশু ও কিশোরীদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব।

অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিকাণ্ড বাংলাদেশের একটি অন্যতম আপদ। গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চলে অগ্নি দুর্ঘটনার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। নগরে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানা একদিকে যেমন জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে অনিরাপদ পরিবেশের কারণে জীবনের ঝুঁকিও বাড়িয়েছে। বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের শিল্প কলকারখানা, বিপণন কেন্দ্র এবং বহুতল আবাসিক ভবনে বেশ কয়েকটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও, উন্নত জীবন ও জীবিকা এবং পরিষেবার প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসা নিম্ন আয়ের বহু সংখ্যক মানুষ নগরে বস্তুগুলোতে অনিরাপদ পরিবেশে বসবাস ও জীবনযাপনে বাধ্য হয়। নগরে গড়ে ওঠা এসব বস্তুগুলো অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য খুবই বিপজ্জনক। সম্প্রতি বাংলাদেশে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডগুলোর মধ্যে ১৩ মার্চ ২০০৯ সালে বসুন্ধরা অগ্নিকাণ্ডে (মৃত্যু ০৭ জন), ৩ জুন ২০১০ সালে নিমতলী অগ্নিকাণ্ড (মৃত্যু ১১৭ জন), ২৪ নভেম্বর ২০১২ সালে তাজরীন গার্মেন্টস অগ্নিকাণ্ডের (মৃত্যু ১১৭ জন), ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড (মৃত্যু ৭০ জন), ২৮ মার্চ ২০১৯ সালে বনানী এফ আর টাওয়ার অগ্নিকাণ্ড (মৃত্যু ২৬ জন) অন্যতম। প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম কারণ অসাবধানতা। তাই, অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পারিবারিক পর্যায়ে কার্যকর প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৩.১ অগ্নিকাণ্ডের আগে করণীয়

- ১৩.১.১ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (২০২০) এর অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক বিধিবিধান মেনে ভবন নির্মাণ করব;
- ১৩.১.২ জরুরি বহির্গমনের পথ নির্দিষ্ট করে চিহ্ন দিয়ে বা বাতি জ্বালিয়ে ভবনে একাধিক দরজা ও সিঁড়ি রাখব;
- ১৩.১.৩ আগুন প্রতিরোধক উপকরণ দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করব এবং ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে সহজেই আগুন ধরে যায় এমন উপকরণ (যেমন: কাঠ, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি) ব্যবহার করব না;
- ১৩.১.৪ সহজেই আগুন লাগতে পারে এমন বিপজ্জনক দাহ্যবস্তু বা পদার্থ বাড়িতে মজুত করা থেকে বিরত থাকব এবং অন্যদের সচেতন করব;
- ১৩.১.৫ বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগে স্কুলিঞ্জ নিরোধক তার, সুইচ ও প্লাগ ব্যবহার করব ;
- ১৩.১.৬ বৈদ্যুতিক ফিটিংস প্রতি মাসে অন্তত একবার পরীক্ষা করব। প্রয়োজনে পুরনো ফিটিংস পরিবর্তন করব;
- ১৩.১.৭ নিরাপদ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ নিব;
- ১৩.১.৮ জলন্ত সিগারেট, মশার কয়েল, কুপি, মোমবাতি, খোলাবাতি ইত্যাদি ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করব;
- ১৩.১.৯ ছোট ছেলেমেয়েদের আগুন, বিশেষ করে আতশবাজি, তারাবাতি ইত্যাদি নিয়ে খেলা করা থেকে বিরত রাখব;
- ১৩.১.১০ রান্নার পর চুলা নিভিয়ে ফেলব এবং চুলার উপর ভেজা লাকড়ি বা কাপড় শুকাতে দেয়া থেকে বিরত থাকব;
- ১৩.১.১১ ইস্ত্রি এবং ওয়াটার হিটারে বৈদ্যুতিক সংযোগ লাগিয়ে রেখে কখনও সেখান থেকে সরে যাব না;

অধ্যায়-১৩: অগ্নিকাণ্ড

- ১৩.১.১২ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে আর্শিং সংযোগের ব্যবস্থা রাখব;
- ১৩.১.১৩ মাল্টিপ্লাগ ও মোবাইল চার্জার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করব;
- ১৩.১.১৪ পরিবারের সবাইকে জানিয়ে বাড়ির একটি নির্দিষ্ট স্থানে অগ্নি-নির্বাণ যন্ত্র রাখব। নির্দিষ্ট সময় পর পর অগ্নি-নির্বাণ যন্ত্রের মেয়াদ যাচাই করব এবং পরিবারের সবাইকে অগ্নি-নির্বাণ যন্ত্রের ব্যবহার শিখিয়ে দেবো;
- ১৩.১.১৫ হাতের কাছে সবসময় দু-বালতি পানি বা বালু রাখব;
- ১৩.১.১৬ নিকটবর্তী পানির উৎস চিনে রাখব এবং ফায়ার সার্ভিস ও হাসপাতাল/ক্লিনিক/ এম্বুলেন্সের জরুরি টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখব;
- ১৩.১.১৭ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিবারের সবাই মিলে আগাম পরিকল্পনা করব।

১৩.২ অগ্নিকান্ড চলাকালে করণীয়

- ১৩.২.১ বৈদ্যুতিক আগুনে বাড়ির প্রধান বৈদ্যুতিক সুইচ দ্রুত বন্ধ করব;
- ১৩.২.২ প্রাথমিক অবস্থাতেই ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেবো;
- ১৩.২.৩ আগুনের ধরন ও সূত্রপাত সম্পর্কে জানব এবং সে অনুযায়ী আগুন অগ্নি থাকতেই তা নিভিয়ে ফেলার চেষ্টা করব;
- ১৩.২.৪ শুরুতেই আগুনের শিখার উপর পানি অথবা বালু ছিটিয়ে দেবো;
- ১৩.২.৫ আগুন নেভাতে বাড়িতে রাখা অগ্নি-নির্বাণ যন্ত্র ব্যবহার করব;
- ১৩.২.৬ কম্বল, কাঁথা, ছালা বা মোটা কাপড় ভিজিয়ে চাপা দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করব;
- ১৩.২.৭ আগুন যাতে ছড়াতে না পারে সেজন্য আশপাশের দাহ্যবস্তু সরিয়ে ফেলব;
- ১৩.২.৮ আগুন ছড়িয়ে পড়লে এবং সহজে নেভানো না গেলে দ্রুত ভবন ত্যাগ করব;
- ১৩.২.৯ লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি ব্যবহার করব;
- ১৩.২.১০ সিঁড়ি বেয়ে সবাইকে নিচের দিকে নামতে বলব; নিচে নামতে সম্ভব না হলে ছাদে সবাইকে নিয়ে অবস্থান করব;
- ১৩.২.১১ জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেবো;
- ১৩.২.১২ পরনের কাপড়ে আগুন ধরে গেলে না দৌড়িয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দেবো;
- ১৩.২.১৩ ভবন ধোঁয়ায় ভরে গেলে বের হবার সময় নাকে-মুখে একটা কাপড় চেপে ধরব (ভেজা হলে ভালো হয়) এবং যতটা সম্ভব নিচু হয়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে আঁস্বে আঁস্বে বের হয়ে আসব।

অধ্যায়-১৩: অগ্নিকাণ্ড

১৩.৩ অগ্নিকান্ডের পরে করণীয়

- ১৩.৩.১ জরুরি সেবা বিভাগসমূহের (যেমন: ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় থানা, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, হাসপাতাল ও সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা/ ইউনিয়ন/পৌরসভা/স্থানীয় প্রশাসন) সাথে দ্রুত যোগাযোগ করব;
- ১৩.৩.২ পরিবারের নিখোঁজ ও আটকে পড়া সদস্যদের অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারী দলকে তথ্য জানিয়ে সহায়তা করব;
- ১৩.৩.৩ পরিবারের আহত সদস্যকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করব এবং প্রয়োজনে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করব;
- ১৩.৩.৪ পরিবারে যদি নারী বিশেষ করে গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেব;
- ১৩.৩.৫ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে অবস্থান নেওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমূহের সহায়তায় খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয় ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করব;
- ১৩.৩.৬ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে স্থানীয় দুর্ভোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঠিক তথ্য জানাব;
- ১৩.৩.৭ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;
- ১৩.৩.৮ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী, কিশোরী, শিশুদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব;
- ১৩.২.৯ অগ্নিকান্ডের পর ঘর মেরামত ও নির্মাণে পরিবারের সকলে মিলে সহযোগিতা করব।

নগর জলাবদ্ধতা

জলাবদ্ধতা হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদে কোনো স্থানে জমে থাকা বৃষ্টি বা বন্যা, জলোচ্ছ্বাস কিংবা জোয়ারের আবদ্ধ পানি যা বিভিন্ন কারণে অপসারিত হতে পারে না। বাংলাদেশের নগরগুলোতে প্রায়শই জলাবদ্ধতা নগর-দুর্যোগ হিসেবে প্রকট আকার ধারণ করে। জলাবদ্ধতায় পথ দুর্ঘটনা, পানিতে ডোবা, রোগের উৎস, বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা ইত্যাদির মতো একাধিক প্রাণঘাতী নগর-দুর্যোগ সৃষ্টি হতে পারে। নগরে জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণগুলো হচ্ছে- প্রয়োজনীয় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা বা পানি অপসারণ পথগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়া, নিচু জায়গাগুলো ভরাট করে আবাসিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে নগরবাসীর অসচেতনতা। সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টিপাতের ধরনের ব্যাপক পরিবর্তন নগরগুলোতে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতিকে আরও তীব্র করে তুলেছে। গত ২৬-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে রংপুরে ১০ ঘন্টায় ৪৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গত ১০০ বছরে রংপুরে এধরনের বৃষ্টিপাত কখনো হয় নি। স্মরণকালের এ বৃষ্টির কারণে রংপুর শহরের প্রায় ৯০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয় এবং লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়ে। পানিবন্দি মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে স্কুল-কলেজ অথবা আত্মীয় বাড়িতে কিংবা নিজ বাড়ির ছাদে আশ্রয় নেয়। বিগত এক দশকের বেশি সময়ে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ আরও অনেক শহরে মাঝে মাঝেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতা পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যাতায়াত ব্যবস্থা স্থবির হয়ে যায়, পানিবাহিত রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। সবচেয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নারী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায়, পারিবারিক পর্যায়ে যথাযথ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে নগর জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়।

১৪.১ জলাবদ্ধতার আগে করণীয়

- ১৪.১.১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সহায়তায় পানি নিষ্কাশনের পথকে নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে সচল রাখব;
- ১৪.১.২ নালা/নর্দমা/ড্রেনের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ ও পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্ত করে এমন সামগ্রী (পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদি) ব্যবহার করা এবং যত্রতত্র ফেলা থেকে বিরত থাকব এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের এ ব্যাপারে সচেতন করব
- ১৪.১.৩ পরিকল্পিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবারের সবাইকে সচেতন করব;
- ১৪.১.৪ যেখানে সেখানে পলিথিন বা প্লাস্টিকের মোড়ক (আইসক্রিম, চকলেট, বিস্কুট, চিপস ইত্যাদির প্যাকেট) ফেলব না;
- ১৪.১.৫ পানিবাহিত রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে এলাকায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীর কাছ থেকে জানব ও পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ১৪.১.৬ সেবাদানকারী বিভিন্ন সংস্থার (যেমন: সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, হাসপাতাল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ইত্যাদি) ফোন নম্বর সংগ্রহ করে রাখব।

অধ্যায়-১৪: নগর জলাবদ্ধতা

১৪.২ জলাবদ্ধতা চলাকালে করণীয়

- ১৪.২.১ টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ফোন করে বা রেডিও-টেলিভিশন থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানব এবং পরিবারের সবাইকে জানাব;
- ১৪.২.২ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে তাদের চলাচলে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য সচেতন করব;
- ১৪.২.৩ জলাবদ্ধতায় ঘরবাড়িতে পানি উঠলে নিকট আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়িতে বা কাছাকাছি আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেব;
- ১৪.২.৪ পরিবারের শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সবাই মিলে সহযোগিতা করব;
- ১৪.২.৫ বাড়ির পায়খানা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে অস্থায়ী পায়খানা নির্মাণ ও ব্যবহার করব;
- ১৪.২.৬ নিজের টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্ত হলে নিরাপদ স্থান থেকে টিউবওয়েলের নিরাপদ পানি সংগ্রহ করব;
- ১৪.২.৭ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি পান করব অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;
- ১৪.২.৮ খুব প্রয়োজন ছাড়া ভারি বৃষ্টিপাতের পর রাস্তায় চলাচল ও যানবাহন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকব
- ১৪.২.৯ স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করব;
- ১৪.২.১০ আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে পরিবারের নারী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবাই মিলে পদক্ষেপ নেব।

১৪.৩ জলাবদ্ধতার পরে করণীয়

- ১৪.৩.১ পানি নেমে যাওয়ার সাথে-সাথে এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভিযান বাস্তবায়ন করতে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করব;
- ১৪.৩.২ এলাকায় মশক নিধন অভিযান বাস্তবায়ন করতে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সাথে যোগাযোগ করব;
- ১৪.৩.৩ পরিবারের গর্ভবতী, শিশু, কিশোরী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব;
- ১৪.৩.৪ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সঠিক তথ্য জানাব;
- ১৪.৩.৫ মানবিক ও পুনর্বাসন সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব;

মহামারি পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে করণীয়

একটি বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে (দেশের অভ্যন্তরে, বা বিশ্বব্যাপী) কোনো বিশেষ রোগে বহুসংখ্যক মানুষ সংক্রমিত বা আক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে মহামারি। সাধারণত, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস অথবা ক্ষুদ্র জীবাণুঘটিত সংক্রমণের কারণেই মহামারি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এক সময় বাংলাদেশে কলেরা, হাম ও গুটি বসন্ত ইত্যাদি রোগব্যাদি মহামারি হিসেবে বিবেচিত হতো। সম্প্রতি ইবোলা, সার্স, মার্স মহামারি ও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী অতিমারি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সারা পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে কয়েক কোটি মানুষ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। সাধারণত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পিত কার্যক্রম হিসেবে দুর্যোগ পূর্বে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা ও সচেতনতা বাড়াতে নানা ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। যেমন: কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, মহড়া, উঠান বৈঠক ইত্যাদি। একইভাবে, দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা থেকে অপসারণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। তেমনি দুর্যোগ পরবর্তীকালে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নানা ধরনের মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। যে কোনো মহামারি পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এ ধরনের সকল পর্যায়ের কার্যক্রম দুর্যোগে আক্রান্ত বহুসংখ্যক মানুষ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী এবং জরুরি সাড়াদানকারী সংস্থার সদস্যদের মধ্যে ভাইরাস বা জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকিকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতি চলাকালীন ২০ মে ২০২০ সালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় আমফান এবং একই বছরে কয়েক মেয়াদে বন্যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। তাই, আগামীতে এ ধরনের মহামারি পরিস্থিতিতে যে কোনো দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন।

১৫.১ দুর্যোগের আগে করণীয়

- ১৫.১.১ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সহায়তায় এবং গণমাধ্যম (রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা) থেকে রোগের লক্ষণ, সংক্রমণ ও বিস্তার সম্পর্কে জানব এবং পরিবারের সবাইকে সচেতন করব;
- ১৫.১.২ এলাকায় কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করব, পরিবারের সকল সদস্যসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব;
- ১৫.১.৩ সংক্রমণ প্রতিরোধে মাস্ক ব্যবহার ও কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলব;
- ১৫.১.৪ সামাজিক দূরত্ব অর্থাৎ একে অপরের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রাখব;
- ১৫.১.৫ পরিবারের কোনো সদস্য যদি ভাইরাস রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে তাকে পৃথকভাবে কোয়ারেন্টাইনে থাকার ব্যবস্থা করব;
- ১৫.১.৬ ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যকে কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন মানসিকভাবে সাহস দেবো এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করব;
- ১৫.১.৭ ভাইরাসে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যকে পরিবারের অন্য সদস্য বা সমাজের কেউ যেন হয় না করে বা মানসিক আঘাত না দেয় এবং মানবিক আচরণ করে সেজন্য পরিবার ও সমাজের সবাইকে বোঝাব;

অধ্যায়-১৫: মহামারি পরিস্থিতিতে দুর্যোগ ঝুঁকি ও ক্ষতি কমাতে করণীয়

১৫.১.৮ সরকারি নির্দেশনা মেনে, সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে, স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমে যেমন: জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকির মানচিত্র প্রস্তুত, আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও মহড়ায় অংশগ্রহণ করব;

১৫.১.৯ অপ্রয়োজনীয় সভা-সমাবেশ বা সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকব।

১৫.২ দুর্যোগ চলাকালে করণীয়

১৫.২.১ পরিবারের ভাইরাস রোগে আক্রান্ত সদস্যের জন্য পৃথকভাবে নিরাপদ আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করব;

১৫.২.২ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আশ্রয়কেন্দ্রে /আশ্রয়স্থানে যাওয়ার জন্য পরিবারের সবাইকে সচেতন করব;

১৫.২.৩ স্বাস্থ্য বিভাগের সহায়তায় আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ আশ্রয়স্থানে অবস্থানকালে ভাইরাসে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করব;

১৫.২.৪ আশ্রয়কেন্দ্রে /নিরাপদ আশ্রয়স্থানে সরকারি নির্দেশনা মেনে, সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব ও কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলব;

১৫.২.৫ জরুরি পরিস্থিতিতে ভাইরাসে আক্রান্ত পরিবারগুলোর সাথে মানবিক আচরণ এবং সহযোগিতা করার জন্য পরিবার ও সমাজের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করব;

১৫.২.৬ সকল প্রকার মানবিক সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে দাঁড়াব এবং সহায়তা গ্রহণ করব।

১৫.৩ দুর্যোগ পরবর্তীকালে করণীয়

১৫.৩.১ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ আশ্রয়স্থানে অবস্থানকারী পরিবারের কোনো সদস্যের যদি ভাইরাসজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে সম্পর্কে স্বাস্থ্য বিভাগকে জানাব এবং তাকে পৃথকভাবে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করব;

১৫.৩.২ ভাইরাস রোগে আক্রান্ত পরিবারের কোনো সদস্য যদি মারা যায় তবে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাফন বা সংকারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নেব;

১৫.৩.৩ নিয়মিত ঘর-বাড়ি পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করব এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ মেনে চলব।

সুনামি

সুনামি হচ্ছে সাগরের তলদেশে সংঘটিত ভূমিকম্প বা ভূমিধ্বসের কারণে সাগরে সৃষ্ট হওয়া বিশাল জলরাশির বড় বড় ঢেউ, যা উপকূলে আছড়ে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু যদি সাগরের তলদেশ অথবা সাগরে অবস্থিত কোনো দ্বীপ কিংবা সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল হয়, তবে সুনামির আশঙ্কা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সুনামির ঢেউয়ের গতি বিমানের চেয়েও বেশি হয়। সুনামির ঢেউ একাধিক হয়ে থাকে। প্রথম ঢেউটি বড় না হলেও পরেরগুলো ধ্বংসাত্মক হতে পারে। সুনামির ঢেউ এমনি ২৫-৩০ ফুট উচ্চতায়ও উপকূলে তীব্রভাবে আঘাত করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে ভয়াবহ সুনামির অতীত অভিজ্ঞতা না থাকলেও ভবিষ্যতে ভারত মহাসাগরীয় এশিয়া অঞ্চলে যে কোনো বড় ধরনের সুনামির ঘটনা ঘটলে বাংলাদেশের উপকূলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

১৬.১ সুনামির আগে করণীয়

- ১৬.১.১ সাগরের স্বাভাবিক ঢেউ ও সুনামি ঢেউ এর পার্থক্য জানব ও অন্যদের জানাব;
- ১৬.১.২ নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে/নিরাপদ স্থানে অবস্থান জেনে রাখব এবং আশ্রয়কেন্দ্রে গমন সম্পর্কিত পথ-চিহ্ন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পথ চিনে রাখব;
- ১৬.১.৩ পরিবারে যদি গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তবে জরুরি পরিস্থিতিতে তাদেরকে তাৎক্ষণিক নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার পরিকল্পনা করব;
- ১৬.১.৪ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সামগ্রী যেমন: নগদ অর্থ, অলংকার, ভিজিডি-ভিজিএফ কার্ড, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ, টিকা কার্ড, মুক্তিযোদ্ধা সনদ, ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণের কাগজপত্র, শিক্ষা সনদসহ অন্যান্য দলিল ও নথিপত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা করব।

১৬.২ সুনামি চলাকালে করণীয়

- ১৬.২.১ ভূমিকম্প অনুভব করলে সমুদ্র ও সমুদ্র নিকটবর্তী নদী থেকে দূরে থাকব;
- ১৬.২.২ পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঁচু জায়গায় আশ্রয় নেব;
- ১৬.২.৩ সুনামির ঢেউ আসার আগেই নিরাপদ স্থানে যাব;
- ১৬.২.৪ মূল্যবান সামগ্রী সাথে নেয়ার জন্য সময় নষ্ট করব না;
- ১৬.২.৫ ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর সমুদ্রের তীরে অথবা সমুদ্রের নিকটবর্তী নদীতে গোসল করা কিংবা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকব;
- ১৬.২.৬ পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত পরিবারের সবাইকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করব;

অধ্যায়-১৬: সুনামি

১৬.২.৭ পরিবারে যদি শিশু, গর্ভবতী, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তি থাকে তাদের উঁচু ভূমি বা উঁচু ভবনে ওঠা বা নেমে আসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করব।

১৬.৩ সুনামির পরে করণীয়

১৬.৩.১ পরিবারে নিখোঁজ, ভেসে যাওয়া বা আটকে পড়া সদস্যদের অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী দলকে তথ্য জানিয়ে সহায়তা করব;

১৬.৩.২ নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে না পারলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ নিয়ে পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পান করব;

১৬.৩.৩ ঘরবাড়ি পরিষ্কার করব এবং ক্ষতিগ্রস্ত টিউবওয়েল ও পায়খানা মেরামত করব;

১৬.৩.৪ পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তিক তথ্য জানাব;

১৬.৩.৫ নারী বিশেষ করে গর্ভবতী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদাগুলো পূরণের ব্যবস্থা নেব;

১৬.৩.৬ এলাকায় গাছপালা, বাড়িঘরের ঋৎসন্তুপ ব্যবস্থাপনা ও কাঁচা পরিষ্কারে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করব

১৬.৩.৭ সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী ও শিশুদের প্রতি সকল প্রকার হয়রানি, সহিংসতা, নির্যাতন, অপহরণ এবং পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখব;

১৬.৩.৮ মানবিক, পুনর্বাসন এবং মনোসামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করব।

শেষ

সহযোগিতায়ঃ সেভ দ্য চিলড্রেন ইন বাংলাদেশ